For Private Circulation Only

৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা নভেম্বর ২০১১

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®

India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

গুরুদেবের উত্তরাধিকারী সনাক্তকরণ

কোলকাতা ৩ অক্টোবর ২০১১

সাংগঠনিক কমিটির সদস্য ও কয়েকজন আমন্ত্রিতদের উদ্দেশ্যে গুরুদেবের ভাষণ

আমার বয়স এখন ৮৫ বছর, তাই আমি আমার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতে চাই, এবং আমার বিশ্বাস তোমরা এব্যাপারে সহমত হবে । বাবুজী মহারাজের আশীর্বাদে ও আদেশে আমি উত্তরাধিকারীর নাম ঘোষণা কোন গোপন দলিলে নথীবদ্ধ করছি না বরং জনসমক্ষে তা ঘোষণা করছি যাতে সকলে তাকে ধীরে ধীরে গ্রহন করতে পারে। যে কোনোও হঠাৎ করে পরিবর্তন নিয়ে আসা নয়, ধাপে ধাপে যথার্থ সময়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমার কাছে লিখিত নথী রয়েছে এবং আমি কাউকে অনুরোধ করব তা পড়ে শোনাতে।

এই বিপুল ভারে যাঁর কাঁধে ন্যস্ত হল তাঁর অসীম প্রজ্ঞা, অসীম ধৈর্য্য, প্রেম এবং সর্বোপরী কোনকিছু করার আগে গভীর চিন্তা করা প্রয়োজন । আমরা সাধারণতর বলি 'কিছু করার আগে খুঁটিয়ে দেখো', অথবা 'কিছু করার আগে অন্তত: দুবার চিন্তা করো'। কিন্তু সহজমার্গে কিছু করার আগে অনেক বার ভাবতে হবে, বিশেষ করে টাকাখরচের ক্ষেত্রে অনেক বেশী সচেতন থাকতে হবে ; কারণ আমরা জনসাধারণের টাকা জনসাধারণের কল্যাণে খরচা করছি। আমার অনুমোদিত উত্তরাধিকারীর যদি এইসব গুণ না থাকে তাহলে তা অবশ্যই তাঁকে অর্জন করতে হবে। অন্তরে দৃঢ়তা আর বাইরে ভ্রাতৃপ্রতীম বন্ধুত্ব – এই সবের সমন্বয় প্রয়োজন, আর বাবুজীর শিক্ষা নীতি অনুসরণ করা যা আমি সারা জীবন ধরে অনুসরণ করেছি । কাউকে বিশ্বাস করবে না, কাউকে অবিশ্বাস করবে না। মানুষের কাজ অনুসারে বিচার করো । তাঁদের কাজের অনুযায়ী গ্রহণ করো অথবা দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দাও । জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, লিঙ্গ ও ভাষা নির্বিশেষে কোনরকম পূর্বধারণা রাখা উচিত নয়।

তাই যে এই দায়িত্ব বহন করতে চলেছে তাঁর অবশ্যই এ বিষয়ে সম্যক বোধগম্যতা থাকতে হবে । গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করি তাঁকে সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন, পর্যাপ্ত সাহস ও শক্তি প্রদান করার জন্য। কারণ আমি যখন দায়িত্ব নিয়েছিলাম তখন মিশন ছিল ছোট । কিন্তু আমার অবর্তমানে আমার উত্তরাধিকারীকে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত এই মিশনের গুরু দায়িত্ব বহন করতে হবে। মিশন এখনো এগিয়ে চলছে এবং যদি বাবুজীর কথা মেনে নিই, তাহলে তা আরও এগিয়ে যাবে । এ হল সম্প্রসারণের পর্যায় । কতদিন তা চলবে, ঠিক জানিনা। ঐশী পরিকল্পনার উপর তা নির্ভরশীল।

অতএব আমার উত্তরাধিকারীর নাম শ্রী কমলেশ প্যাটেল।

...বিশ্বের সব অভ্যাসীদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন আমার মনোনীত উত্তরাধিকারীকে কোনরকম পূর্বধারণা বশবর্তী না হয়ে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন । তিনি কি দিলেন বা তুমি তাঁর কাছে কি আশা করো তা বিচার্য বিষয় না করে, তাঁকে তাঁর কাজ দিয়ে বিচার করো, তিনি কে, তিনি কি ছিলেন বা তুমি তাঁকে কিভাবে দেখতে চাও তা আশা না করে বরং তিনি কি হবেন, কি করবেন সেইটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মিশনের সুরক্ষা ও ভবিষ্যত প্রগতির ক্ষেত্রে এটা খুবই প্রয়োজনীয় এবং তিনি যাতে মিশনের মাধ্যমে তোমাদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন তার জন্য অনুরোধ করবো।

তোমরা আশীর্বাদ ধন্য হও।

৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা নভেম্বর ২০১১
শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

গুরুদেবের ভ্রমণ

দিল্লী ১৬ – ১৮ আগষ্ট ২০১১

১৬ আগষ্ট গুরুদেব চেন্নাই থেকে বিকেল ৫.৩০ মি: দিল্লী পৌঁছান। প্রায় ২০০ জন অভ্যাসী তাঁকে বিমানবন্দরে উষ্ণ সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। গুরুদেবকে যারপরনাই প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল এবং তাঁর যাত্রা কেমন হল জানতে চাইলে সহাস্যে তাঁর উত্তর হল – 'প্রতিটি যাত্রা সংস্কার ভোগের মতো নেওয়া উচিত'। বেশ কিছু সময় পথ চলার পর তিনি এক অভ্যাসীর বাড়িতে পৌঁছান এবং সেখানের সব অভ্যাসীদের মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। পুরো সন্ধ্যায় তিনি তাঁর স্বত:ফূর্ত প্রাণবন্তভাব বজায় রেখেছিলেন। নৈশভোজের পর খবর এল যে বাবুজীর নাতনী এক কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন, তখন গুরুদেব বললেন, যে তিনি বিমানে থাকাকালীন তা অনুভব করেছিলেন এবং তার নাম দেন 'দেবযানী'।

পরদিন সকালে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করে দিল্লিতে আশ্রমের জমির প্রথম ধাপের নিবন্ধীকরণ সম্পন্ন করেন। তিনি উপস্থিত সকলের সঙ্গে বার্তালাপ করেন এবং সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। নৈশভোজের পর তিনি উপস্থিত সকলকে তাঁর বুদ্ধিমত্তায় ও হাস্যরসে সিক্ত করেন এবং তাঁর TTK– র কর্মরত দিনগুলির নানা কথা বলেন। বার্তালাপের সময় গুরুদেব বলেন, 'প্রেমের মত সততাও একটা রাস্তা এবং সততার পুরস্কার হল সৎ জীবনযাপনের ক্ষমতা অর্জন করা'।

১৮ আগষ্ট গুরুদেব কতিপয় অভ্যাসীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং বিকেলে হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

হায়দ্রাবাদ ১৮ – ২৩ আগষ্ট ২০১১

এখানে পৌঁছেই তিনি 'কান্হা শান্তি বনম্' পরিকল্পনার নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য গাচিবোলি রওনা হন। ভ্রা: শ্রীনিবাস রাও কাশমপুরকরকে দেখে তিনি খুবই খুশি হন, যিনি তাঁর থেকে চার বছরের বড় এবং গুরুদেব প্রশিক্ষক হওয়ার পর তিনিই সহজমার্গে প্রথম অভ্যাসী হন। তাঁর সঙ্গে গুরুদেবের কথোপকথন ছিল খুবই হৃদয়গ্রাহী। নৈশভোজের পর শিশুরা গুরুদেবের সঙ্গে নানারকম হাসিঠাট্টা করে। গুরুদেবও তাদেরকে কিছু হাসির কথা শোনান।

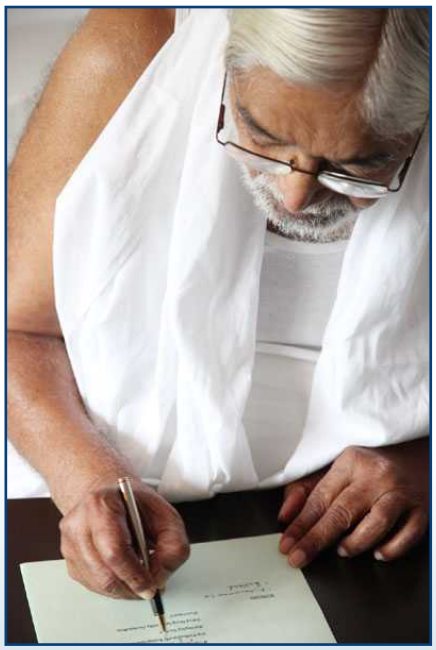

২৯ আগষ্ট সকালে সৎসঙ্গের পর গুরুদেব কানহা যোজনা গোষ্ঠির সঙ্গে বসে সব নথীপত্র পর্যালোচনা করেন। প্রাত:রাশের পর উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তিনি একজন ভগিনীকে জানতে চান যে তিনি গতকাল আসেন নি কেন, উত্তরে ঐ ভগিনী বলেন যে তাঁর মন খারাপ ছিল। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি যদি তাঁর উপর রাগ করে থাকেন তো তা ভালো, কারণ বাবুজী মহারাজ বলতেন তুমি স্ত্রী, পুত্র, স্বামী কারও উপর রাগ করতে পারো না, কিন্তু নিজের গুরুর উপর রাগ করতে পারো, কারণ সেই রাগের কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না।

২০ আগষ্ট প্রাতঃরাশের পর কান্হা শান্তি বনমের উদ্দেশে রওনা হন। জমি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে পেঁপে, ভূট্টা ও ধান গাছ লাগানো হয়েছে। একটা ছোট গাছের পাশে একটা ছোট কুটির তৈরী করা হয়েছে। গুরুদেব কুটিরের বাইরে বসে জমির নক্শা খুঁটিয়ে দেখেন। গুরুদেব এখানে প্রথম সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং প্রত্যেক রবিবার নিয়মিত সৎসঙ্গ আয়োজনের নির্দেশ দেন। তিনি জমির চারপাশ ঘুরে দেখেন এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের প্রশংসা করেন। এরপর তিনি ভ্রাঃ মধু কোটাপল্লীর বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজ সেরে বিশ্রাম নিতে আসেন।

গুরুদেব আশ্রমে যাওয়ার জন্য একেবারে অস্থির হয়ে যান এবং বিকেল ৩.৩০ মিনিটে আশ্রমের জন্য রওনা হয়ে সন্ধ্যা ৬ টায় আঞ্চলিক আশ্রমে পৌঁছান। প্রায় ৪০০০ অভ্যাসী তাঁকে হর্ষমন্দ্রিত স্বাগত জানান। কোন একজ নিয়মানুবর্তিতার কথা তুললে, গুরুদেব বলেন, এ বিষয়ে পৌঁছাতে তাঁদের দীর্ঘ সময় নিয়েছে। র‍্যাম্পে হেঁটে ওঠার সময় বাচ্ছারা তাঁকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অভিনন্দন জানায়। গুরুদেব মুখ বাড়িয়ে তাদের বলেন যে, সহজমার্গ নীরবতার শিক্ষা দেয়।

২১ আগস্ট গুরুদেব সকালের ও বিকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সন্ধ্যায় শিশুদের এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ও কথক নৃত্যের আয়োজন করা হয়েছিল।

২২ গুরুদেব সকাল ৭.৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন, এরপর ভজন পরিবেশিত হয়। একজন ভগিণী তাঁকে প্রার্থনা করার সঠিক উপায় জানতে চাইলে, গুরুদেব বলেন, "যার জন্য প্রার্থনা করবে তাকে এমনভাবে ধরো, যেভাবে তুমি তোমার শিশুকে ধরো এবং গুরুদেবের সামনে রেখে বলো 'এই ব্যক্তিকে তুমি দেখো' এভাবে আমরা সহজমার্গে প্রার্থনা করি"। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর ডঃ সৌম্যর নৃত্য পরিবেশিত হয়।

২৩ আগস্ট গুরুদেব বিমানবন্দরে পৌঁছালে একজন অভ্যাসী জিজ্ঞাসা করেন – শুধুমাত্র একটা জমি নিবন্ধীকরণের জন্য এতটা পথ ভ্রমণ করা এতই জরুরী কি, এতো অন্য কাউকে দায়িত্ব দিয়ে করানো যেত। এর উত্তরে গুরুদেব বলেন, তিনি সকলের সঙ্গে দেখা করতে ভালোবাসেন তাই এসেছেন।

দিল্লী ২৩ থেকে ৩০ আগস্ট ২০১১

২৩ আগস্ট সন্ধ্যায় গুরুদেব দিল্লী ফিরে আসেন। অভ্যাসীরা তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। তাঁকে খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। গুরুদেবের উপস্থিতিতে দিনগুলো যেন একেবারে উড়ে উড়ে যাচ্ছিল, অবসর নেই বললেই চলে। যারা তাঁর কাছে ছিল তারা সকলেই দেখেছে গুরুদেব কিভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। অভ্যাসীদের সঙ্গে কথা বলা, সৎসঙ্গ পরিচালনা করা, তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদ সকলের মধ্যে বিতরণ করা, তাঁর গুরুদেবের বার্তা সকলের কাছে পৌঁছানো ও অধ্যাত্মিক করুণায় সকলকে সিক্ত করা।

২৭ আগস্ট গুরুদেব গুরগাঁও আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং পরদিন সকালে বিপুল সংখ্যক অভ্যাসীর মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি অভ্যাসীদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেন এবং প্রায় আধ–ডজন বাচ্ছার নামকরণ করেন। পরদিন তিনি আবার শহরে ফিরে আসেন।

২৯ আগস্ট দিল্লীতে নতুন আশ্রমের জমির ২য় পর্বের নিবন্ধীকরণ সম্পন্ন করেন। তাঁর গুরুদেবের কাজ সম্পন্ন করার প্রবল আনন্দ ও উদ্দীপনা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে ফুটে উঠেছিল। ঘরে ফিরে এলে একজন ভ্রাতৃপ্রতিম তাঁকে বলেন যে, তিনি নিশ্চয় আজকের এই নিবন্ধীকরণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় খুশী। উত্তরে গুরুদেব বলেন, " এ হল ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু বর্তমানে আমার অনেক কাজ বাকী আছে" এবং তৎক্ষণাৎ তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

চেন্নাই, ৩০ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর

৩০ আগস্ট গুরুদেব দিল্লী থেকে চেন্নাই ফিরে আসেন। ৩১ আগস্ট তিনি তাঁর কটেজে সমবেত অভ্যাসীদের মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সিটিং শেষ হতেই এক অভ্যাসী দম্পতি রমজানের জন্য সিটিং দিতে অনুরোধ করেন। গুরুদেব বলেন, সবেমাত্র সিটিং শেষ হল, আমি একটু ক্লান্ত। এরপর কতক থেমে তিনি বললেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের সিটিং দেবেন। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো গুরুদেব কিভাবে নিজের অসুবিধা উপেক্ষা করে অপরের অনুরোধ রক্ষা করেন।

সেপ্টেম্বর পুরো মাস প্রায় গুরুদেব চেন্নাইতে মানাপাক্কামে ছিলেন। তাঁর রোজকার রুটিন বলতে ছিল, কটেজের পিছনে কিছু সময় হাঁটাহাঁটি করে কটেজের সামনে এসে বসা। ১৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৭ টায় তিনি নতুন গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন। গ্রন্থাগার সকলের ব্যবহারের জন্য তৈরী। তিনি গ্রন্থাগারের স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর 'গার্ডেন অব্ হার্ট্স' এর অভ্যাসীরা গুরুদেবকে বেসমেন্টে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানায়। সেখানে গুরুদেব ভাষণ দেন যা মুখ্যত অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কিভাবে ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলা উচিত সেই প্রসঙ্গে। এই ভাষণ খুব শীঘ্র মিশনের ওয়েব্ সাইটে দেখা যাবে।

কোলকাতায় ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর ২০১১

৩০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩.৪০ মি গুরুদেব কোলকাতায় পৌঁছান। দীর্ঘ দেড় বছর পর তাঁর কোলকাতা আগমনের জন্য আকুল হৃদয় অভ্যাসীরা তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। ৩ অক্টোবর ১৫০০ অভ্যাসী আশ্রমে সমবেত হন। ১ অক্টোবর ও ২ অক্টোবর গুরুদেব সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

পূর্বাঞ্চলে GST'র পরিচিতি বিষয়ক আলোচনা চক্র তাঁর সফরের সঙ্গে মিলে যায়। এই আলোচনা চক্রে সব ZIC, CIC এবং প্রশিক্ষকরা যোগ দেন। GST-র বিভিন্ন কর্মকর্তা তাদের কাজের পরিধির বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের কতক আলোকপাত করেন।

২ অক্টোবর শিশুরা কাওয়ালী ও ভগিণীরা গর্‌বা নৃত্য পরিবেশন করেন। গুরুদেব সমগ্র অনুষ্ঠান উপভোগ করেন ও সকলের সঙ্গে ছবি তুলতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রন্ধনশালার স্বেচ্ছাসেবীদলের আমন্ত্রণে তিনি ভোজনকক্ষে সকলের সঙ্গে নৈশভোজে যোগ দিতে সম্মত হন। সেদিনের মনোরম সন্ধ্যা সব অভ্যাসীর কাছে যারপরনাই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৩ অক্টোবর গুরুদেব নিজে সাংগঠনিক কমিটির পরিচালনা করেন। মিটিং এর পর তিনি ভ্রাঃ কমলেশ ডি প্যাটেলকে তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী ও তাঁর অবর্তমানে মিশনের সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর ভাষণ ভিডিওতে বিশ্বের সব কেন্দ্রে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। সন্ধ্যা ৫.০০ টায় গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলের বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

৫ অক্টোবর ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং সাধনার গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন। ইতিমধ্যে গুরুদেব ভ্রাঃ অজয় ভট্টরের বাড়িতে চলে যান। সেখানে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত থেকে গৌহটি চলে যান।

গৌহাটি ৮ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর ২০১১

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ১৮ বছর ব্যবধানে গুরুদেব উত্তর পূর্বাঞ্চালের গৌহাটিতে পদার্পণ করেন। ৯ অক্টোবর শহর থেকে ২৫ কিমি দূরে সবুজ ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত আঞ্চলিক আশ্রমে গুরুদেব সারাদিন অতিবাহিত করেন। গুরুদেবকে প্রথাগত বিহু নাচের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়।

সৎসঙ্গের পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে (যা সাত ভগিনী নামে খ্যাত) পরম্পরাগত প্রথায় সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাঁর ভাষণে তিনি সংগীতের সপ্তস্বরের সৌন্দর্যের সঙ্গে এর তুলনা করেন। সংগীতের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বরই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি থেকে আমরা প্রত্যেকে পৃথকভাবে এসেছি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য এক তাই নিজেদের মধ্যে একতা অনুভব করা খুব আবশ্যক।

সৎসঙ্গের পর গুরুদেব আশ্রমের জমির নিবন্ধিকরণ সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর তিনি আঞ্চলিক আশ্রমের নাম দেন 'জ্যোতি' এবং সেখানে প্রত্যেক রবিবার সৎসঙ্গ পরিচালনার আদেশ দেন।

১০ অক্টোবর গুরুদেব গৌহাটি শহরে অবস্থিত আশ্রমের ধ্যানকক্ষের উদ্বোধন করেন। তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং তারপর তাঁর ভাষণে অভ্যাসীদের বলেন যে, " সাধনা হল এক জীবন পথ। এ হল জীবনে শ্বাস নেবার মত। যেমন শরীরের পুষ্টির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ঠিক তেমনই প্রাণাহুতি হল আধ্যাত্মিক শরীরের খাদ্য। যদি আধ্যাত্মিক শরীরের যত্ন নেওয়া না হয় তাহলে আত্মা মৃতবৎ হয়ে যায়"।

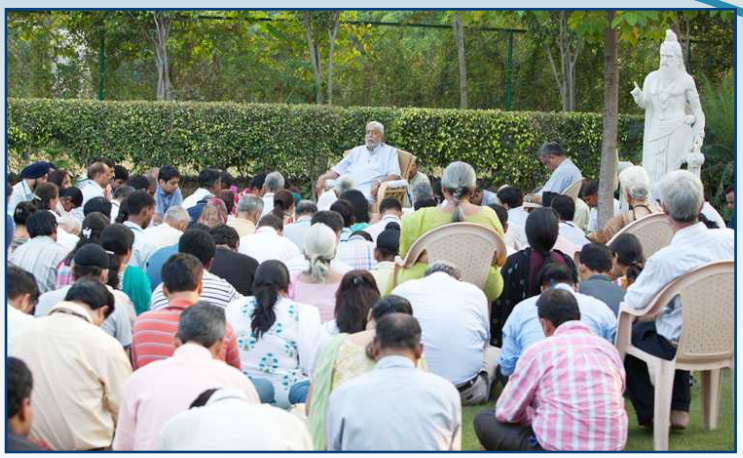

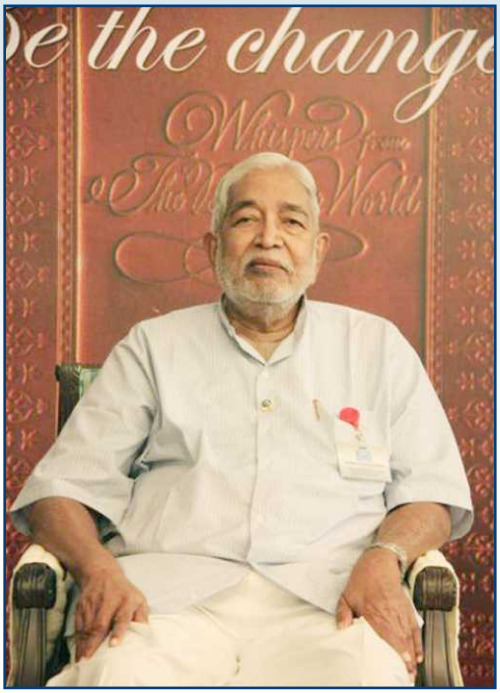

দিল্লী ১০– ১৩ অক্টোবর ২০১১

১০ অক্টোবর গুরুদেব গৌহাটি থেকে সন্ধ্যা ৭–৩০ মিনিটে দিল্লী বিমানবন্দরে পৌঁছালে প্রায় ১০০ জন অভ্যাসী তাঁকে স্বাগত জানায়। গুরুদেব উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান । এক অভ্যাসীর বাড়িতে নৈশভোজের পর তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ কৌতুকে সকলকে আসক্ত করে রাখেন।

পরদিন বিকাল চারটায় তিনি গুরগাঁও আশ্রমে পৌঁছান । সেখানে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসে অভ্যাসীদের সঙ্গে প্রায় আধঘন্টা আলাপচারিতায় মগ্ন হয়ে যান। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটা মূর্তি বসানোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানে দ্রোণাচার্যের মূর্তি বসানো হবে । কারণ গুরগাঁও নামটা এসেছে 'গুরু গ্রাম' কথা থেকে (অতীতে তা গুরু দ্রোণাচার্যের বাসস্থান ছিল)। কথোপোকথনের সময় তিনি ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলকে তাঁর সদ্য নিযুক্ত উত্তরাধিকারী হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেন এবং এরপর তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

১২ অক্টোবর গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করার জন্য সকাল ঠিক সাতটায় ধ্যান কক্ষে পৌঁছে যান । অভ্যাসীরা না আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন এবং তিনি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সাধনার সঠিক মানসিকতা ও পদ্ধতির গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন এবং এরপর তাঁর উত্তরাধিকারি ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেন । সৎসঙ্গের পর গুরুদেব দুটো বিবাহ সম্পন্ন করান। ১৩ অক্টোবর সকালে গুরুদেব নিজে তৈরী হয়ে যান এবং যারা উপস্থিত ছিলেন তদের নিয়ে ৬–৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । এরপর প্রাতঃরাশ শেষ করে সকাল আটটায় বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

দুবাই

গুরুদেব দুপুর ১–১৫ মিনিটে দুবাই পৌঁছান এবং দুপুর ২–৩০ মিনিট নাগাদ ভ্রাঃ সঞ্জয় মেহেরিশের বাড়িতে পৌঁছে যান। তিনি খুব উৎফুল্ল ছিলেন। অনেক অভ্যাসী তাঁর সফর সঙ্গী ছিল। দুবাইতে পৌঁছানোর পর বিশ্বের নানা দেশ থেকে অভ্যাসী সমাগম হয়েছিল। ১৪ অক্টোবর প্রায় ২৫ টি দেশ থেকে ১০৫০ জন অভ্যাসী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে । যার মধ্যে UAE কুয়েত, ইরান, বাহরিণ, ওমান, পাকিস্তান, ভারত, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা ও তা কার্যকরী হোক' এ বিষয়ের উপর এক আলোচনা চক্রের উদ্বোধন গুরুদেব করেন। ১৪ অক্টোবর সৎসঙ্গের পর গুরুদেব ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলকে পরিচয় করিয়ে দেন।

১৫ অক্টোবর সৎসঙ্গের পর গুরুদেব গ্লোবাল সার্ভিস টীম GST কে প্রশিক্ষক সমাবেশে পরিচয় করিয়ে দেন । তিনি বলেন, বাবুজীর সময়ের থেকে আজ মিশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনেক ব্যাপ্ত হয়েছে।

.... তাই আবার বলি, আমার কাজ হল শুধু প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাতে তেল দেওয়া, সলতে সাজানো এসব তোমাদের দায়িত্ব । আমার প্রার্থনা তোমরা বর্তমানে ও ভবিষ্যতে পুরোপুরি সহযোগিতা করবে । GST র সদস্যরা এখানে হুকুম করবে না, তারা শেখাতে আসবে না, তারা শুধু একে অপরের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবে । কিভাবে সমাধান হবে, কি করা যায়, ভারতে আমার অভিজ্ঞতা, ইরানে তোমার অভিজ্ঞতা, টিম্বাকুটিতে তার অভিজ্ঞতা এসব বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করতে পারি।

গুরুদেব ইরান ও USA কেন্দ্রের অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন । তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, চাওয়া ও প্রেমের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আমি একজন গুরু চাই, কিসের জন্য ? এখন আমি গুরুকে ভালোবাসি, তাই তাঁর আদেশ পালন করি । তাই সহজমার্গে আদেশ পালন করা কোনও নিয়ম বিধি নয়, আমরা ভালোবাসি তাই আদেশ পালন করি । আদেশ পালন হৃদয় থেকে হওয়া উচিত, কখনোই তা মনের ভয় থেকে নয় বরং প্রেম থেকে।

২২ অক্টোবর গুরুদেব মুম্বাই এর উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সেখান থেকে ২৫ অক্টোবর আমেদাবাদ যান।

সারাদিনের কর্মসূচী

বিরুধনগর, তামিলনাড়ু

আঞ্চলিক সহকর্তা এন. প্রকাশ ও ZIC ভ্রাঃ টি. ভি. বিশ্বনাথ রাও গত ২১ আগস্ট বিরুধনগরে চিন্নাভল্লিকুলাম আশ্রম পরিদর্শন করেন। বিরুধনগর, চিন্নাভল্লিকুলাম, আরুপ্পাকাট্টাই, কারিয়াপট্টি, কোভিলপট্টি, শ্রীভিল্লীপ্পুট্টুর, রাণাপালায়াম ও শিবকাশী কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী এই সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

সকালে সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ এন প্রকাশ উৎসাহমূলক এক বক্তব্য রাখেন। ব্রাঞ্চের পর অভ্যাসীরা এক দলগত আলোচনাচক্রে সমবেত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল ভালো মানের অভ্যাসী। আলোচনা চলাকালীন অনেক মূল্যবান দিক সকলের সামনে উন্মোচিত হয় এবং প্রত্যেকে নানা অবসরে গুরুদেবের উপস্থিতি উপলব্ধি করে। সারাদিনের অনুষ্ঠান সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে সমাপ্ত হয়।

গৌহাটি

গৌহাটি কেন্দ্রের যুব গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় গত ৩ সেপ্টেম্বর সারাদিন ব্যাপী এক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সকালে সৎসঙ্গের পর সেপ্টেম্বর সংখ্যার ইকোজ ইয়ার কিছু বিশেষ অংশ উদ্ধৃতি করে ইকোজ ইয়া পাঠের প্রতি সকলের দৃষ্টি আগ্রহ সৃষ্টি করার অভিনব প্রচেষ্টা করা হয়। ব্রাঞ্চের পর নতুন অভ্যাসীদের সাধনা– সংক্রান্ত বিষয়ে নানা দ্বিধা সংশয়ের অবসান ঘটানোর জন্য এক অধিবেশন রাখা হয়। যদিও পরে দেখা যায় যে এমনকি পুরানো অভ্যাসীদের ক্ষেত্রেও এই অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় ছিল। SMSF এর সহায়তায় তৈরী স্লাইড এর মাধ্যমে খুব মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। পরিবেশ কতক হাল্কা করার জন্য এক প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয়েছিল। লঘু জলপানের পর বিকাল ৪ টায় সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।

থ্রিসুর

৪ সেপ্টেম্বর যোগাশ্রম থ্রিসুর কেন্দ্রে ওনামের সঙ্গে মিলিয়ে সারাদিনের অনুষ্ঠান রাখা হয়। গুরুদেবের ভাষণের CD থেকে The Eternal Flame of the heart ও Change the Future for

Humanity চালিয়ে দেখানো হয়। CIC ভ্রাঃ টি. পি. নারায়ন এবং ভ্রাঃ জয়প্রকাশ গুরুদেবের ভাষণ মালয়ালাম ভাষায় অনুবাদ করে অভ্যাসীদের শোনায়। নতুন GST বিষয়ে এবং সংকোল আশ্রম পরিদর্শন CREST ও রিট্রিট কেন্দ্রে যাবার গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়। এরপর আধ ঘন্টা সুবর্ণ নীরবতা পালন করা হয়।

দেবাকোট্টি ,তামিলনাড়ু

তামিলনাড়ুর বিভিন্ন কেন্দ্রে যেমন রামানাথপুরম, পরমাকুড়ি, মানামাদুরাই এবং শিবগঙ্গাই থেকে দেবকোট্টি কেন্দ্রে প্রায় ৮১ জন অভ্যাসী সমবেত হয়।

সকাল দশটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। ভ্রাঃ এস. মারিয়া. সেলভারাজ স্বাগত ভাষণ দেয়। প্রায় ৫৫ জন স্থানীয় বাসিন্দাদের মিশনের কার্যকলাপের বিষয়ে বিশদ জানানো হয়। অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রের প্রশিক্ষকদের মধ্যে থেকে 'Purpose of Birth of Mankind', 'Religion', 'গুরুর ভূমিকা', 'সাধনার মাহাত্ম' এবং 'সহজমার্গে ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা', বিষয়ে আলোকপাত করেন। বিকেলে অভ্যাসীরা একে অপরের সঙ্গে ভাব–বিনিময় করেন। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সেবার মাধ্যমে উন্নয়ন, মুম্বাই

'সেবার মাধ্যমে উন্নয়ন' এই ভাবধারার উপর ভিত্তি করে অক্টোবর মাসের প্রত্যেক সপ্তাহান্তে সকাল ১০ থেকে বিকাল ৪–৩০ মিনিট পর্যন্ত এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক কর্মশালায় প্রায় ২০ জন অভ্যাসী যোগ দেয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মিশনের কাজে যোগ দেওয়া, সঠিক মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অভ্যাসীদের উৎসাহিত করা।

১১ সেপ্টেম্বর জলগাঁওতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় ৩০ জন অভ্যাসী যোগ দেয়। ইংরাজীতে তৈরী স্লাইড অভ্যাসীদের জন্য হিন্দী ও মারাঠীতে অনুবাদ করে দেওয়া হয়। অভ্যাসীরা খুব উৎসাহভরে অনুষ্ঠানে যোগ দেয় ও প্রতিটি অনুষ্ঠানের আগে সৎসঙ্গ পরিচালনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস, গুজরাট

২১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষ্যে গুজরাটের ২৯ টি স্থানে ৫২৫ জন অভ্যাসী ও ১৬০০ অতিথি সমবেত হয়।

জামনগরে চারটি স্থানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ জন অতিথি ও অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে। ভাবনগরে ২০০ জন ও পোরবন্দরে ৫০ জন অতিথি ও অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে। কাদিতে এক স্কুলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ২২৫ জন অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে থেকে ৬০ জন ভুজ কেন্দ্রে ও রাজকোট কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করে। নিমন্ত্রণ পত্র সহ যাবতীয় সরঞ্জাম মাত্র ১৫ দিনের সময়ে প্রস্তুত করা হয়। অভ্যাসীদের পরিবার ও বন্ধুমহলে নিমন্ত্রণ পত্র বিতরণ করা হয়। বিশ্বজনীন প্রার্থনা গুজরাটি ভাষায় ব্যানারে লেখা হয়ে ছিল যাতে শ্রোতারা তা দেখতে পায়। এর ফলে প্রার্থনা দেখতেও সুবিধা হয়।

ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার, মুম্বাই

৪ সেপ্টেম্বর মুম্বাইতে ইচ্ছাশক্তি বিষয়ক এক আলোচনা চক্রে প্রায় ৫৫ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে। স্বাগত ভাষণ ও গুরুদেবের জন্য এক সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এবং ভূমিকা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। গুরুদেবের ভিডিও ও অডিও ভাষণে ইচ্ছাশক্তির উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়। সহজ মার্গ পুস্তক থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। অভ্যাসীরা যাতে আরও অধিক সাধনা নিষ্ঠ হতে পারে সেই অঙ্গীকার নিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

দশসূত্রের উপর আলোকপাত, গাদাক, উঃ কর্ণাটক

কর্ণাটকে হুবলীর কাছে গাদাকে আয়োজিত দশসূত্রের উপর এক আলোচনা চক্রে ৫৩ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে। সকালের সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। জীবনযাত্রায় ভারসাম্য বজায় রেখে চরিত্র নির্মাণ করার উপর দশ সূত্র বেশী জোর দিয়েছে। প্রত্যেক সূত্র গুরুদেবের জীবনের উপমা দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর শিশুরা সংগীত পরিবেশন করে। কিছু হস্তশিল্প প্রদর্শন করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা নভেম্বর ২০১১
শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

রাজস্থান , যুব চেতনা অনুষ্ঠান

৪ সেপ্টেম্বর যুব অভ্যাসীদের মধ্যে চেতনা জাগরুক করার জন্য জয়পুরে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ৭০ জন অভ্যাসীঅতে যোগদান করে । অনুমোদিত সহকর্মকর্তারা নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর উপস্থাপনা করেন ও ভাষণ দেন।

- সহজমার্গের সঠিক বোধগম্যতা ও যুবকদের মধ্যে তা কিভাবে জাগানো যায়।
- সহকর্মকর্তা হিসাবে আপনি আপনার কেন্দ্রে কিভাবে যুব কার্যক্রম পরিচালনা করছেন
- সহজমার্গ ওয়েবসাইট থেকে সহায়তা।
- খড়গপুর CREST ও ব্যাঙ্গালোর যুব আলোচনা চক্রের উপর আলোকপাত।

এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন কেন্দ্রের যুবকদের এক মঞ্চে এনে তাদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা । নানা কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও ভিডিও দেখানো এসবের মধ্যে দিয়ে কাজের আবহ গড়ে তোলা । তারা যা শিখেছে তার ভিত্তিতে জীবন– মান বিষয়ক এক আলোচনা রাখা হয় যাতে তারা পরিবার, পেশা, মিশন ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কিভাবে জীবনমান নির্বাহ করবে তা চর্চা করা হয় । সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে আলোচনা চক্র শেষ হয়।

ভিলওয়ারাতে ৯ অক্টোবর দু ঘন্টার এক যুব সমাবেশ সংগঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল, 'সহজমার্গকে সহজভাবে বোঝার উপায় কি এবং কিভাবে তা যুবকদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায়'? দশজন অভ্যাসী তাদের নিজস্ব মতামত পোষণ করেন।

২০ থেকে ২২ আগস্ট আজমীরে যুব সহকর্তা ডঃ সানি তিনদিনের এক কর্মশালার অয়োজন করেন যার আলোচ্য বিষয় ছিল 'আত্মপরিবর্তন'। ডঃ বিকাশ এক ঘরোয়া বাতাবরণে তা পরিচালনা করেন। প্রত্যেক দিন সকালে ও সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ দিয়ে শুরু ও শেষ হয়।

আত্মপর্যবেক্ষণের এক পর্যায়ের বিষয় ছিল 'অপরের দোষ কি ও আমার ভুল কোথায়''? অংশগ্রহণকারীরা উপলব্ধি করেন যে সমস্যা বাইরে নয় বরং নিজেদের মধ্যে । এর ফলে যাকে আগে কখনো প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা হয়নি, তার অনেক গুণ সামনে এসে পড়ে । তাঁদের হৃদয় উন্মুক্ত হতেই ভিতর থেকে সমস্যার সমাধান আসতে শুরু করেছে । এক আলোচনা চক্রে 'ডাইরী লেখা', 'লক্ষ্য কিভাবে পূরণ করা সম্ভব' এবং 'আধ্যাত্মিক জীবন বেছে নেওয়ার' বিষয় চর্চা করা হয় এবং সাধনার উপর জোর দেওয়া হয় । এই কর্মশালার মাধ্যমে ভাই বোনেরা একে অপরকে জানতে সক্ষম হয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নিজেরা নিজেকে জানতে পেরেছে।

প্রশিক্ষক গড়ে তোলার কার্যক্রম

প্রশিক্ষক (অধ্যাপক) গড়ে তোলার জন্য এক আবাসিক দুদিনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'স্পন্দন'। গত ২৪–২৫ সেপ্টেম্বরে কর্ণাটকের তিপ্তুরে ৩৭ জন অভ্যাসী নিয়ে কানাড়া ভাষায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল যোগ্য অভ্যাসীকে সহজমার্গ দর্শনের বিষয়ে সম্যক অবহিত করিয়ে এবং তা বিশুদ্ধভাবে অন্যত্র তুলে ধরার জন্য তৈরী করা । এই অধিবেশনের বিষয় অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেমন 'দক্ষভাব বিনিময় ক্ষমতা', 'আধ্যাত্মিকতার জিজ্ঞাসুর কাছে সহজমার্গের পূর্ণগুণাবলী সুদক্ষভাবে পেশ করা', 'নানা ক্ষেত্রে সহজমার্গের পরিচিতি ঘাটানো' এবং 'নিজেকে প্রশিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া' । অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। কিছু অংশগ্রহণকারী পূর্বে প্রস্তুত করা বিষয় পরিবেশন করেন এবং তার মান উন্নয়নের জন্য যথাযথ তথ্য আহরণ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের মিশনের নানা ক্ষেত্রে কার্যভার গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়। অংশগ্রহণকারীরা এই কর্মশালায় খুব উপকৃত হয় এবং সহজমার্গকে ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। অধিকাংশই প্রবল উদ্যমে গুরুদেবের কাজ করার মানসিকতা নিয়ে ঘরে ফিরে যায়।

শিশুদের জন্য কর্মশালা , চেন্নাই

৮–১২ বছরের শিশুদের নিয়ে গত ৯ অক্টোবর এক কর্মশালায় প্রায় ৯০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। শিশুরা দীপাবলীর কার্ড, ফটো ফ্রেম, জন্মদিনের টুপি, রঙীন রোদ চশমা ইত্যাদি তৈরী করে। ফেলে দেওয়া পদার্থ দিয়ে তারা এসব তৈরী করে। তারা টি–শার্টের উপর সুন্দর কোর্টেশন ও ছবি অঙ্কিত করে। প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য প্লাস্টিক বর্জন করার নিজস্ব বার্তা, ছবিসহ ব্যাগ তৈরী করে। খেলার ছলে জীবনের মূল্যবোধ শেখার সুযোগ পেয়ে তারা খুব খুশী।

তামিলনাড়ুতে নতুন কেন্দ্র

২৮ আগস্ট তিরুপ্পুরের কারুমাথামপট্টিতে এক নতুন কেন্দ্রের উদ্‌ঘাটন হয়। সকালের সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভ্রাঃ টি.ভি. বিশ্বনাথ রাও তার উদ্বোধনী ভাষণে তিরুপ্পুর কেন্দ্রের উন্নয়নে অভ্যাসীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে এবং অনুরোধ করে এইভাবে আরও অনেক কেন্দ্র গড়ে তুলতে। এক মুক্ত আলোচনাচক্রে সহজমার্গের মূল বৌশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়। ফলে অনেক নতুন জিজ্ঞাসু সহজমার্গে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

নৈনিতাল – নতুন ধ্যান কক্ষ, উত্তরাখ

গত ৪ সেপ্টেম্বর দীর্ঘদিনের এক স্বপ্ন নৈনিতালে বাস্তব রূপ নিল। ১৫০ জন বসতে পারার মতো এক ধ্যনকক্ষ এক অভ্যাসীর বাড়ীর উপরে উদ্‌ঘাটিত হল। এই উপলক্ষে সারাদিনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, যাতে আবৃতি, গান, ভজন ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। স্থানীয় অভ্যাসীদের প্রচেষ্টায় এই ধ্যান কক্ষ বাস্তব রূপ নেয়।

চরিত্র নির্মাণ, তিরুপ্পুর

চেট্টিপালায়ামের যোগাশ্রমে গত ১৪–১৫ আগস্ট এক ছোট যুব অভ্যাসী গোষ্ঠির মধ্যে ভ্রাঃ রবি সাব্বিয়ান 'চরিত্র নির্মাণের' উপর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

১৪ আগস্ট 'আত্ম–বিশ্লেষণ' মূলক নিরীক্ষা দিয়ে সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ হয়। অংশগ্রহণকারীদের তেরটি প্রশ্ন দিয়ে লিখতে বলা হয় যে, নিজেদের চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তারা এযাবৎ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

গুরুদেবের কথার উদ্ধৃতি ও হুইস্‌পার থেকে নির্বাচিত অংশ তুলে ধরা হয়। এর ফলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চরিত্র হল একমাত্র সৎ ও বিশ্বস্ত বিষয় এবং এ হল ব্যক্তির জীবনের মূল ভিত্তি, যা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও এর মাধ্যমেই এক সন্তুলিত ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠা সম্ভব। এও বলা হয় যে, গুরুদেব প্রদত্ত আত্মিক অবস্থার প্রতিফলন আমাদের বাহ্যিক ক্ষেত্রে আসা উচিত।

১৫ আগস্ট অধিবেশনে আলোচিত হয় যে, কি কি বিষয় চরিত্র নির্মাণে সহায়ক এবং কি কি কারণে চরিত্র নির্মাণ ব্যর্থ হয়। পরবর্তী অধিবেশন ছিল আত্ম–বিশ্লেষণ মূলক যেখানে প্রত্যেকে নিজেদের নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরতে সক্ষম হয়। এর ফলে তারা বুঝতে পারে কিভাবে গুরুদেবের দেখানো পথে নিজেদের সংশোধন করা যায়। অংশগ্রহণকারীরা খুবই খুশী ও পরিতৃপ্ত হন।

জ্যোতির্কেন্দ্র
মহীশূর আশ্রম, দক্ষিণ কর্ণাটক

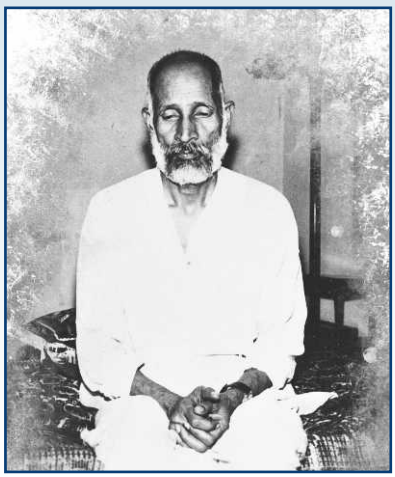

বর্তমানের মহীশূর আশ্রম নানজানগুড, টি.নরসিপুরা, হান্সুর, মায়িা, মাডিকেরি, পেরিয়াপাটনা ইত্যাদি কেন্দ্রগুলির আঞ্চলিক আশ্রম । যাবতীয় আঞ্চলিক সমাবেশ, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ কার্যসূচী এই আঞ্চলিক আশ্রম গ্রহণ করে।

গুরুদেবের পরিদর্শন

১৯৫০ সালে মহীশূর কেন্দ্র শুরু হয় । ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বাবুজী মহারাজ মহীশূরে শ্রী মঞ্জুনাথ আইয়ারের বাড়ীতে থাকেন । গুরুদেব ১৯৮৫ সালে ১৬ মার্চ ভিত্তি দিবস উপলক্ষ্যে মহীশূরে যান এবং গোবিন্দ রাও মেমোরিয়াল হলে এই উৎসব পালিত হয় । ১৯৯৫ সালের ১৭–১৮ মে, গুরুদেব মহীশূরের মূলাকানাডু ভবনে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । ২০০২ সালে ময়দানাহাল্লি রোডে ১৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে ৮ একর জমি আশ্রমের জন্য ও বাকি অভ্যাসীদের আবাসনের জন্য রাখা হয়। ২০০২ সালের ২ এপ্রিল গুরুদেব ঐ জমি মিশনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং তিন একর ৩২ গুন্টা জমি ২০০৫ সালে কেনা হয়।

এরপর অস্থায়ী ধ্যান কক্ষ, রান্নাঘর ও অফিস ঘর তৈরী করা হয় । ২০০৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী গুরুদেব ১০০০ অভ্যাসীর উপস্থিতিতে উদ্‌ঘাটন করার সময় প্রাচীন ও নবীন প্রজন্মকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'প্রবীনদের প্রয়োজন তাদের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার জন্য আর তরুণদের প্রয়োজন তাদের অদম্য কর্মশক্তি ও আদর্শ এবং তারা যা চায় তা করতে পারার জন্য। প্রবীনরা চিন্তা করবে ও বলবে আর তরুণরা অবশ্যই তা কার্যে পরিণত করবে'।

২০০৪ সালের অক্টোবরে গুরুদেবের মহীশূর সফর যুব আলোচনা চক্রের সঙ্গে একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। গুরুদেব তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'বাবুজী যখন প্রথম আমাদের সিটিং দেন তখন তিনি এই কাজটাকে বীজ বপন বলেন। তিনি নিজে হৃদয়ে বীজ বপন করে দিতেন। তাই যোগশাস্ত্রে হৃদয়কে হৃদযোনি বলা হয়। এ হল এক নতুন জীবনের সৃষ্টি অর্থাৎ তুমি তোমার নিজের মধ্যে পুনরায় জন্ম নিলে, তবে হ্যাঁ, যদি তুমি তাকে অঙ্কুরিত হতে সাহায্য করো এবং তাতে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ধ্যানের মাধ্যমে জল সিঞ্চন করো'।

ধ্যানকক্ষের পিছনে গুরুদেবের কুটির তৈরী হয় । ২০০৬ সালে গুরুদেব এই আশ্রমে সংক্ষিপ্ত সফরে আসেন এবং কয়েক ঘন্টা থাকেন।

আজকের আশ্রম

আজ এই আশ্রমের অভ্যাসীর সংখ্যা ৫০০ এবং রবিবারের সৎসঙ্গে উপস্থিত অভ্যাসীর সংখ্যা ১৫০ । প্রায় ১০০০ অভ্যাসী বসতে পারার মত ধ্যানকক্ষ নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে । প্রায় ৫০০ ফলের গাছ যেমন আম, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি লাগানো হয়েছে। একটা সব্জী বাগান ও একটা মনোরম উদ্যান অভ্যাসীরা নিয়মিত পরিচর্চা করে।